০৩-১১-১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা- তোমাদের সাইলেন্সে থেকে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতে ঘন্টা আদি বাজাবার দরকার নেই।"

প্রশ্নঃ- কোন্ কথাতে বাবার সমান হলে সব কাজ সিদ্ধ(সম্পন্ন) হয়ে যাবে?

উত্তরঃ- বাবা যেমন ভালোবাসার সাগর, সেরকম অনেক-অনেক মিষ্টি হও। ক্রোধ থাকলে কাজ বিগড়ে যায়, সঠিক হয় না। সেইজন্য চোখ দেখানো, জোরে বলা, রেগে যাওয়া, এর দরকার নেই। শান্ত থাকা অনেক- অনেক ভালো । ভালোবাসার দ্বারা অনেক কাজ সমাধান হয়ে যায় ।

গীতঃ- তুমিই হলে মাতা ও পিতা....

ওমশান্তি। এই মহিমা হল একজনেরই । কিন্তু ভক্তিমার্গে কেবল একের মহিমা করলে ভক্তি দেখানো হয় না, সেইজন্য ভক্তিতে অনেকের মহিমা করে। ওখানে আওয়াজও অনেক হয়। ঘন্টা-আদি, গীত-ভজন, কান্নাকাটি কত কিছু ভক্তিমার্গে চলে। নানান রকমের আওয়াজ মন্ত্র-যন্ত্র, স্তুতি আদি হয় আর জ্ঞানমার্গ হল নিঃশব্দ। কেবল ইশারা দেওয়া হয়, কোনো আওয়াজ নেই। ভক্তিতে কত ধুমধাম হয়। সব থকে বেশী ঘন্টা বাজে শিবের মন্দিরে, যেখানে সেখানে দেখো ঘন্টাই ঘন্টা আছে। কাউকে ঘুমের থেকে জাগাবার জন্য ঘন্টা বাজানো হয় না। শিববাবা এসে মানবকে কুম্ভকর্ণের অজ্ঞানতার ঘুম থেকে জাগিয়েছেন, কিন্তু ঘন্টা বাজানো হয় না। একদম শান্তিতেই দুই শব্দকে বুঝিয়ে দেন। বুদ্ধিমান যিনি তিনি ঐ দুই শব্দই বুঝে যান। বাবা বলেন বাচ্চারা-- আমাকে স্মরণ করো। তোমরাই আমাকে ডেকেছ হে পতিত-পাবন এসো। এখন আমি এসেছি তোমাদের পথ দেখাচ্ছি। এখনও কি তোমরা এই পতিত হয়ে এই দুনিয়াতেই থাকতে হবে! তোমরা এই পাবন দুনিয়াতেই থাকতে চাও ! পবিত্র দুনিয়া স্বর্গকে বলা হয়। বলাই হয়ে থাকে পতিত-পাবন, তবে বুঝতে হবে যে পতিত-পাবন কি এসে করবেন? নিশ্চয়ই নরক থকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। কিছু না বুঝে এমনিতেই ডাকতে থাকে, তালি বাজাতে থাকে। কিন্তু এটা জানে না যে বাবা এলে তবে কি এসে করবেন? বাস্তবে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ও মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার । তখন গায় মনুষ্যকে দেবতা বানাই....এতে শাস্ত্র আদি কিছুই পড়বার নেই। ভক্তিমার্গে অনেক শাস্ত্র আদি পড়ে, ঢের লেকচার আদি হয়। মাসের পর মাস মণ্ডপ বানিয়ে বসে আওয়াজ করে। এখানে কত শান্তিতে বাবা বসে বোঝান। দেখো, তোমাদের বাবা এসে পবিত্র বানিয়ে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানান। পড়াও কত সহজ । তোমরা প্রথমে পবিত্র ছিলে, স্বর্ণযুগে ছিলে। আবার ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে লৌহযুগে তমঃপ্রধান হয়ে গেছো। এখন তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে এইজন্য আমাকে স্মরণ করো। তাও অজপা(মুখে কোনো আওয়াজ না করে) । যেরকম কন্যার যখন বিবাহ হয় তখন কি জপ করে? স্মরণে থাকে। তোমরা সকলে হলে (শিবের) পত্নী, এই শিববাবা হলেন পতিদের পতি । তোমাদের বিবাহ হয়েছে পরমাত্মার সাথে। বিবাহ যখন হয়ে গেছে তো ব্যস, স্মরণ বুদ্ধিতে বসে গেছে। এখন বিশ্বাস জন্মে গেছে হয়ে যে আমি বিবাহ করে নিয়েছি। তারপর একে অন্যকে স্মরণ করতে থাকে। তোমাদেরও বাবা বলছেন যে নিশ্চয়বুদ্ধি হয়েছে যে আমরা এক বাবার সন্তান নিজেদের মধ্যে আমরা হলাম ভাই-ভাই । ভাইদের বর্সা প্রাপ্ত হয়-এক বাবার থেকে, এইজন্য বাবাকে ডাকে। যদিও মানব দেহে এসে ভাই-বোন হয়ে যায়। কিন্তু ডাকে আত্মাই তো, তাই না ! ভাই-ভাই ডাকে হে পতিত-পাবন বাবা এসো। বাবা বলেন আমাকে

স্মরণ করো– তবে তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। পাবন কে সতোপ্রধান, পতিত কে তমঃপ্রধান বলা হয়। এই কথা বাবা সঙ্গমেতেই বোঝান। এ হোল গীতা পাঠশালা। এই পাঠশালাতে বাবা এসে রাজযোগ শেখান, নর থেকে নারায়ণ বনান। ওখানে শিক্ষক তো সামনে বসে পড়ান, দেখা যায়। এখানে হোল গুপ্ত। তো এই শিক্ষককে বুদ্ধিযোগের দ্বারা বুঝতে হয়। উনি নিরাকার পতিত–পাবন বাবা হন। উনিই স্মৃতি দেন যে কল্প পূর্বেও আমি তোমাকে রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। তখন বলা হয়ে থাকে মন্মনাভব, পবিত্র হও তো এই লক্ষ্মী–নারায়ণ হয়ে যাবে। এতে কাঁসর ঘন্টা আদি বাজাবার দরকারই নেই। বাবা নিজে এসে জাগান। মন্মনাভবের অর্থ হোল নিঃশব্দতা। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। ব্যাস! এবার আমাদের নিজেদের ঘরে যেতে হবে। বাবাকেই সকলে বলে যে আমাদের দুঃখ থেকে ছাড়িয়ে মুক্ত করো। সন্ন্যাসীরা কেবল ব্রহ্মকে স্মরণ করে। এখন ব্রহ্মতত্ব তো হল ঘর। ওঁরা ঘরকে স্মরণ করবে, এখানে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । খালি ঘরকে স্মরণ করলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। ব্রহ্ম তো ভগবান নন।

বাবা বসে বোঝান-- আমাকে স্মরণ করলে তোমরা নির্বাণ ধামে চলে যাবে। তারপর ওখান থেকে আসবে স্বর্গে। এখান থেকে আমি তোমাদের বাচ্চাদের সাথে নিয়ে যাব। তোমরা জানো যে পঙ্গপালের ঝাঁক কত বড় হয়। সকলের একতা থাকে। প্রথমে একজন বসে গেলে সকলে বসে যাবে। মৌমাছিরাও এরকম হয়। রানী ঘর ছাড়লে সকলে তার পিছনে ছুটবে। সে যেমন ওদের সাজন । তাতে আবার সজনীই রাজত্ব করে সমগোত্রীয়দের উপর। শাস্ত্রেও আছে আত্মা সব মশার মতন ছোটে। অগুন্তি আত্মারা আছে। মাছিরা প্রত্যেক ঋতুতে নিজের রানীর পিছনে ছোটে। তোমাদের তো একবারই যেতে হয়। এখন সব আত্মাদের যেতে হবে মূলবতনে। তোমাদের কোনোরকম আওয়াজ করতে হয় না নয় এইজন্য বাবা উদাহরণ দেন যে তোমরা সরষের দানার মত পিষে যাও। বাবাও বিন্দি, সরষের দানার মতন । পোস্তর দানাও ছোট হয়। পরমাত্মাও হলেন বিন্দু । তাঁকে দিব্য দৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না। একদমই ছোট তারার মতন । গীতাতে দেখিয়েছে অখণ্ড জ্যোতির সাক্ষাৎকার হয়েছে, তো এখানেও যখন অখণ্ড জ্যোতির সাক্ষাৎকার হবে তখন বুঝবে যে সাক্ষাৎকার হল। যদি বিন্দুর সাক্ষাৎকার হবে তখন কি থোড়াই বুঝবে যে ইনিই পরমাত্মা! গীতাতে তো লেখাই আছে অর্জুনের অনেক তেজোময় জ্যোতির সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ভক্তির কথা বুদ্ধিতে বসে আছে। ভক্তিমার্গ আর জ্ঞানমার্গের মধ্যে রাতদিনের তফাৎ আছে। তোমরা জানো আমরা ৬৩ জন্মের শরীর দ্বারা কত নাচ করি। ৬৩ জন্ম কত ভক্তিমার্গের হাঙ্গামা দেখি। তাতেও যখন সতোপ্রধান ভক্তি ছিল তখন এক শিববাবার ভক্তি করতে। তারপর এখানে গঙ্গাস্নান আদি পরে শুরু হয়। প্রথমে অব্যভিচারি ভক্তি হয় তারপর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এখানে আছে সাইলেন্স ।কানা কড়ি ছাড়াই তোমরা বিশ্বের মালিক হও। মাম্মা কানা কড়ি ছাড়াই এসেছিলেন আর বিশ্বের মহারাণী হয়েছিলেন। এটা খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। একদম গরীব ঘরের বিনা কড়ি খরচ করে দেখ কি তৈরি হয়। মাম্মা সেবা অনেক করতেন। গিয়ে গিয়ে অন্যদেরকে বোঝাতেন বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এতে খরচার তো কোন ব্যাপারই নেই। যদি কেউ অল্প খরচাও করে তবে তা নিজের জন্য। যেরকম ক্ষেতে দুই মুঠো অন্য দিলে কত ফসল ফলে থাকে। কতো ফসল পাওয়া যায় ! এখানেও তাই, ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কত আমদানি হয় ! মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়া কত সহজ ব্যাপার । এক সেকেন্ডের বিষয় । দেখো কত সাধারণ ভাবে তোমরা বসে আছো। যদি কেউ বসতে না পারে তো বাবা বলেন শুয়ে থেকেই মুরলী শোন। এ হল ধারনার কথা। মনে মনে বাবা আর চক্রকে স্মরণ করতে

থাকো। স্মরণ করতে-করতেই শরীর ছাড়তে হবে। এছাড়া মুখে গঙ্গাজল দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। গুরু গোঁসাইরা অনেক ভয় দেখায় যে তুমি যদি এই নিয়ম ভাঙো, ভক্তি না করো তবে এই হবে সেই হবে। *মনে করো কারো পা ভেঙ্গে গেল, বা লোকসান হল, তবে বলবে যে তুমি ভক্তি ছেড়েছ তাই এরকম হয়েছে, তাই ভয় পেয়ে যায়। এখানে তো কিছুই করবার নেই। বাবার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে, চক্রের রহস্য বোঝাতে হবে। এখন কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসবে, বিনাশ হবে অবশ্যই, এইজন্য এই মহাভাড়ি লড়াই অপেক্ষা করছে । ভগবান এসে রাজযোগ শিখিয়ে নর থেকে নারায়ণ বানান। এট হল রাজযোগ , প্রজাযোগ নয়। শুভ ভাবনা রাখা উচিত। বাচ্চাদের অনেক মিষ্টি হতে হবে। বাবা তো কত মিষ্টি তাই না। ক্রোধ ইত্যাদি সব বিকার তিনি দানে নিয়ে নেন। বাবা বলেন- আমি হলাম ভালবাসার সাগর, তুমিও তাই হও। বাবা খুব স্নেহের সাথে বোঝান। নইলে বাচ্চারা খুব হাঙ্গামা করে-- কারণ মায়া মাথা খারাপ করে দেয়, সেইজন্য বাবা মনে করেন যে কখনও কাউকে কিছু বলা ঠিক নয়, বরং স্নেহের সাথে বোঝাও। চোখ দেখানো, রেগে যাওয়া, চীৎকার করা, এর দরকার নেই এতে কাজ বিগড়ে যায়। শান্ত থাকা ভালো । বিকারের দান দিয়ে আবার ফেরত নিলে নিজের পদ হারায়। বাবার হয়েছো মানে ৫ বিকারের দান দিয়ে দিয়েছ। বলে দান দিলে গ্রহণ ছুটবে। তবুও বাবা তো হলেন পাণ্ডা, পাণ্ডা তো হল ব্রাহ্মণ । শিববাবাও হলেন রুহানী পাণ্ডা । তোমরাও হলে পাণ্ডা । বাবা ব্রহ্মার দেহে আসেন তো ইনিও ব্রাহ্মণ । বাবা এঁনার মধ্যে বসে আছেন, ওনার(ভগবানের) মহিমা গায়, তুমিই মাতা-পিতা.....আর কারো এই মহিমা নেই। ওনার কর্তব্যও হল এটাই । এটা হল পাঠশালা, বাবা পড়ান। বাচ্চাদের স্মরণে থাকা উচিত। মূল লক্ষ্য হলই বিশ্বের বাদশাহি পাওয়া। তো এরকম শিক্ষককে সব সময় স্মরণ করা উচিত। স্কুলে ছাত্র ভালোভাবে পাশ করলে বছর-বছর শিক্ষককে উপহার পাঠাতে থাকে। এই উৎসব আদি যা কিছু সব এই সময়েরই, কিন্তু এর মহত্বকে কেউ জানে না। বাবা হলেন নলেজফুল । উনি আসেনই রচনার আদি-মধ্য আর অন্তের নলেজ দিতে। কাঁকড় পাথর যেখানে সেখানে তিনি কি করে আসবেন ? এক ডাক্তার প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে সব কিছুতেই আত্মা আছে। পরমাত্মা(সব স্থানে) আছেন, বলেননি। আবার ইনি বলে দেন- সর্বব্যাপী। তিনি বললেন সবেতেই আত্মা আছে, তো সন্ন্যাসীরা বলে দিয়েছে সবেতেই পরমাত্মা আছে । কত রাত-দিনের পার্থক্য । উনি হলেন বেহদের বাবা । সব কিছুর থেকে বুদ্ধিযোগ ছাড়িয়ে নিজের সাথে লাগাও। ওরা বলে আত্মা হল বুদবুদ সাগর থেকে বেরিয়েছে, সাগরেই লীন হয়ে যাবে। ব্রহ্মজ্ঞানী ভাবে-- ছোট জ্যোতি বড় জ্যোতিতে লীন হয়ে যাবে, তারপর নতুন কিছু জন্মায় হয়। বাবা বোঝান এই ভক্তিও নাটকের অন্তর্ভুক্ত । আমিও নাটকের অন্তর্ভুক্তি অনুসার তোমাদের বাচ্চাদের এসে বোঝাই। ৮৪ জন্মের যে চক্র লাগায়, তাও নাটকে অন্তর্ভুক্ত আছে। যা কিছু হয় সব ড্রামাতে অন্তর্ভুক্ত আছে। কেউ গায়নও করে, আবার কেউ বিঘ্ন সৃষ্টিও করে ।

বাচ্চারা তোমাদের শিববাবার থেকে বর্সা নিতে হবে। উনি আসেনই সব আত্মাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। শরীরের নামও নেন না তিনি । শরীর সহ থোড়াই কাউকে ভাগিয়ে নিয়ে যাই ! আমাকে তো বলে থাকে হে মুক্তিদাতা এসো। আমাকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে অন্য কোথাও নিয়ে চলো। যেখানে আনন্দ- সুখ শান্তি পাবে। তো সবার শরীর এখানেই ছাড়িয়ে আত্মাদের নিয়ে যাবো। তো কালেরও কাল হল তাই না ! আমি সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে যাব। কত আশ্চর্যজনক সব কথা বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। কেউ কোনো কথা বুঝতে না পারলে তাদের তাদের বলো এ বিষয়ে বাবা এখনও কিছু বলেননি। যখন বোঝাবেন তখন আপনাকে শোনাবো। এরকম ভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে

নেওয়া উচিত। বাচ্চারা বোঝে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । নতুন-নতুন কথা বাবা শোনাতে থাকেন। দুনিয়ার ইতিহাস-ভূগোল একমাত্র রচয়িতা বাবাই আমাদের শোনান, যিনি আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনান। তোমরা হলে লাইট-হাউসও এবং স্বদর্শন চক্রধারীও । কিন্তু মায়া তা ভুলিয়ে দেয়। সেইজন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । কিছু না কিছু ঘাটতি থেকে যায়। কর্মের হিসাব-পত্র আছে তাই না। যতক্ষণ কর্মাতীত অবস্থা না হয় ততক্ষণ কিছু না কিছু হতে থাকে। হিসাব-পত্র চুকিয়ে দেওয়া সাঙ্গ হল আর শরীরও ছেড়ে দিল, ওদিকে লড়াইও শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বিকারের দান দিয়ে ফেরত নেবে না। মুখ থেকে যেন শুভ শব্দই বের হয় , খুব মিষ্টি হতে হবে। বাবার সমান ভালবাসার সাগর হতে হবে।

২) সাইলেন্সে থেকে কানা কড়ি খরচ না করেও বিশ্বের বাদশাহি নিতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে যৎসামান্য খরচ করে ২১ জন্মের জন্য আমদানি করতে হবে।

বরদানঃ-- কম্বাইন্ড স্বরূপের স্মৃতি আর পজিশনের নেশার দ্বারা কল্প-কল্পের অধিকারী ভব।

আমি আর আমার বাবা-এই স্মৃতিতে কম্বাইন্ড থেকে তথা এই শ্রেষ্ঠ পজিশন যেন সদা স্মৃতিতে থাকে যে আমরা আজ ব্রাহ্মণ, কাল দেবতা হব। আমিই সে, সে-ই আমি(হম সো, সো হম) -- মন্ত্রটি সদা স্মরণ থাকলে তবে এই নেশা আর খুশিতে পুরানো দুনিয়া সহজে ভুলে যাবে। সদা এই নেশা থাকবে যে আমিই হলাম কল্প-কল্পের অধিকারী আত্মা । আমরাই ছিলাম, আমরাই আছি আর আমরাই কল্প-কল্প থাকব।

স্লোগানঃ-- নিজেই নিজের শিক্ষক হও তবে সকল খামতি স্বতঃই সমাপ্ত হয়ে যাবে।